প্রতিবস্তূপমার সংজ্ঞা :

দুই স্বতন্ত্র বাক্যের উপমায় প্রকৃতবাক্যে এবং অপ্রকৃতবাক্যে দুবার প্রকাশিত **সাধারণ ধর্ম্ম** যদি **বস্তু-প্রতিবস্তুভাবাপন্ন** হয়, তাহ'লে অলঙ্কার হয় **প্রতিবস্তূপমা**। (বস্তু=বাক্যাংশের অর্থাৎ পদ বা পদগুচ্ছের অর্থ।)

প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারে উপমেয়বাক্যে **উপমেয়ের যে ধর্ম্মটি** উল্লিখিত থাকে, **সেইটিই সত্যকার সাধারণ ধর্ম্ম** অর্থাৎ উপমেয় উপমান দুয়েরই ধর্ম্ম এবং **সেইটিই বস্তু**, কারণ উপমেয়বাক্যটিই **প্রকৃত**, কবির মূল বক্তব্য, অতএব অপরিহার্য্য। উপমানবাক্য অপ্রকৃত, গৌণ; এর ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উপমেয়েরই ধর্ম্ম, ভাষাটি শুধু ভিন্ন এবং এই কারণেই এটি **ওই বস্তুর প্রতি-বস্তু**। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণে ('সৌন্দর্য্য তোমার.....') **'কয়টি'**= বেশী নয়, ৩৬৫টি রাত্রির মধ্যে বারোটি= **'বিরল'**। তাৎপর্য্যে 'বিরল' অর্থাৎ **উপমান-সাধারণধর্ম্ম তাৎপর্য্যে উপমেয়-সাধারণধর্ম্ম—ভাষায় অন্য, অর্থে এক**। **'বিরল'** হ'ল **বস্তু** আর **'কয়টি'** হ'ল ওই বস্তুর **প্রতিবস্তু**। এরই নাম সাধারণ ধর্ম্মের **বস্তুপ্রতিবস্তুভাব**। **'প্রতিবস্তু'** কথাটিতে এখানে **নিত্যসমাস—বস্তুতে সমাহিত** ইতি **প্রতিবস্তু** নিত্যসমাস। এই দৃষ্টিতে উদাহরণদুটিকে বিশ্লেষণ করি—**বস্তুতে** অর্থাৎ উপমেয়-সাধারণধর্ম্মে (i—**'অনুক্ষণ চেয়ে রই'**, ii—'বিরল') **সমাহিত** অর্থাৎ **তাৎপর্য্যে একরূপতা লাভ ক'রে ওই বস্তুরই মধ্যে লীন** যে **উপমান-সাধারণধর্ম্ম** (i—**'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে ?'**, ii—**কয়টি**), সে **প্রতিবস্তু**।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে প্রতিবস্তূপমায় "উপমেয় ও উপমানে বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধ থাকে" **না, থাকে শুধু সাধারণ ধর্ম্মে** এবং "প্রতিবস্তূপমা উপমার প্রতিবস্তু" **নয়**। অলঙ্কারের নাম প্রতিবস্তূপমা—প্রতিবস্তু+উপমা; সমাস ভাঙলে হয় **প্রতিবস্তুর দ্বারা দ্যোতিত উপমা** (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়)। অপ্রকৃতে ধর্ম্মটির ভিন্ন ভাষারূপ থাকায় সে যে প্রকৃতের ধর্ম্মের সঙ্গে এক, তা বুঝতে হয় তাৎপর্য্যে। ঐকরূপ্যটি বাচ্য নয়, গম্য; পথটি ঋজু নয়, বক্র। এই প্রতিবস্তুরচনাতেই কবিমানসের লীলা-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। **প্রতিবস্তুই ঔপম্যের নিয়ন্তা। এই কারণেই অলঙ্কারের নামকরণে প্রতিবস্তুকে মূল্য দিয়ে তারই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে 'উপমা'** কথাটিকে।

বস্তুর এবং বিভিন্নদৃষ্টির প্রতিবস্তুর ব্যাখ্যা এইখানে শেষ করলাম।

এখন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিই

সাধারণ পূর্ণোপমা কেমন ক'রে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে পরিণতি লাভ করে প্রতিবস্তূপমায় ঃ

(ক) **সাধারণ পূর্ণোপমা ঃ**

'সাধুর চিত্ত **চিরনির্ম্মল** যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(খ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—নিম্ন শ্রেণীর ঃ

'চিরনির্ম্মল সাধুর চিত্ত **চিরসুবিমল** যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(গ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—নিম্নমধ্যম শ্রেণীর ঃ

'চিরনির্ম্মল সাধুর চিত্ত **সদা**
নিষ্কলঙ্ক যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(ঘ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—মধ্যম শ্রেণীর ঃ

'চিরনির্ম্মল সাধুর চিত্ততল,
নিত্য নিষ্কলঙ্ক যেমন রহে যমুনার জল।'—শ. চ.

(দুটি উপবাক্য , 'যেমন' এদের মিলিয়ে একবাক্য করেছে।)

(ঙ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—উত্তম শ্রেণীর ঃ

'চিরনির্ম্মল সাধুর চিত্ততল,
কলঙ্কছায়ামুক্ত যেমন **নিত্য** যমুনাজল।'—শ. চ.

(দুটি উপবাক্য, 'যেমন'-যোগে একবাক্য।)

—(খ) থেকে (ঙ) পর্য্যন্ত প্রত্যেক উদাহরণটিতে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত সাধারণ ধর্ম্ম বস্তু-প্রতিবস্তুভাবাপন্ন ;

এই কারণে এদের পূর্ণোপমাকে **অসাধারণ** বলেছি ('উপমা' অলঙ্কারের ঘ চিহ্নিত প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য)।

উপরের (ঙ)-চিহ্নিত রূপটির স্বাভাবিক পরিণতি—

(চ) **প্রতিবস্তূপমা ঃ**

'নির্ম্মলতার নিত্যবসতি সাধুর চিত্ততলে।
কলঙ্ক কভু ছায়াও না ফেলে পুণ্য যমুনাজলে॥'—শ. চ.

—**'কলঙ্ক কভু ছায়াও না ফেলে'** = কখনো কলঙ্কের আভাসটুকু পর্য্যন্ত লাগে না = নিষ্কলঙ্কতার চিরবিরাজমানতা = **'নির্ম্মলতার নিত্যবসতি'**।

দ্রষ্টব্য ঃ বস্তু-প্রতিবস্তু এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বসম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রমাণ-প্রয়োগসহকৃত একটি বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত করেছি 'নিদর্শনা' অলঙ্কারের পরে একটি পরিশিষ্টে, যার শিরোদেশে লেখা আছে **'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের জন্য'**।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব

সাধারণ উপমায় প্রকৃতের (উপমেয়ের) এবং অপ্রকৃতের (উপমানের) **একই ধর্ম্ম, একই ভাষায় তার প্রকাশ।**

অসাধারণ উপমায় পথ **দুটি :**

(ক) প্রকৃতের এবং অপ্রকৃতের **ধর্ম্ম একই**। প্রকৃতের সঙ্গে যে-ধর্ম্মটি দেখা যায়, অপ্রকৃতেরও ধর্ম্ম সেইটিই ; অপ্রকৃতে ধর্ম্মের **ভাষারূপটি শুধু ভিন্ন**। প্রকৃতের ধর্ম্ম **বস্তু**, অপ্রকৃতের ভাষান্তরে ওই ধর্ম্মই **প্রতিবস্তু**। এইভাবের অসাধারণ উপমারই দ্বৈবাক্যিক পরিণতি **প্রতিবস্তুপমা**।

(খ) প্রকৃতের যা ধর্ম্ম, তার থেকে **সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন অপ্রকৃতের ধর্ম্ম**—শুধু ভাষারূপ নয়, **ধর্ম্ম স্বয়ংই স্বতন্ত্র**। প্রকৃতের ধর্ম্ম যদি হয় 'এক্স্', অপ্রকৃতের হবে 'ওয়াই' ; উভয়ের **অর্থগত ঐক্য একেবারেই থাকে না ; থাকে শুধু একটা ভাবগত সাদৃশ্য, তাও আবার আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়** ব'লে আচার্য্যরা তাকে বলেছেন **'প্রণিধানগম্য সাম্য'**। **প্রকৃতের** সঙ্গে যে-ধর্ম্মটি থাকে, সে হ'ল **বিম্ব** আর **অপ্রকৃতের ধর্ম্মটি প্রতিবিম্ব**। এইভাবের অসাধারণ উপমারই দ্বৈবাক্যিক পরিণতি **দৃষ্টান্ত** অলঙ্কার ('উপমা' অলঙ্কারের ঙ-চিহ্নিত প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য)।

'সাধারণ ধর্ম্ম' মানে প্রকৃত অপ্রকৃত দুয়েরই যা সাধারণ সম্পত্তি। দুয়েরই মধ্যে বর্ত্তমা[illegible] থেকে এই এক ধর্ম্ম দুটির সাদৃশ্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু যেখানে প্রকৃত অ[illegible]ত দুয়ের ধর্ম্ম দুরকম, সেখানে সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কার হয় কেমন ক'রে ?) '[illegible]থা গেঁথে গেঁথে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে **অসাধ[illegible] [illegible]মার** নূতন একটি উদাহরণের ব্যাখ্যার পথে চলি। পথটা অনেকটা স[illegible]না, তুলনাবাচক শব্দ উপস্থিত থাকায় প্রকৃত-অপ্রকৃত যে উপমেয়-উপ[illegible] জয়দেব, তব[illegible] কষ্ট ক'রে বুঝতে হবে না ; তাছাড়া, এখান থেকে 'দৃষ্টান্ত' অ[illegible]নে স্থধাবর্ষণ' আ[illegible]টিও অনেকটা সোজা।

(i) [illegible], কারণ প্রথমটির [illegible]বিন্দু

[illegible]টি ধ্বনিঝঙ্কার এবং অকেসরে শিশিরকণার মতো।'—শ. চ.

এক জায়গায়—হৃদয়ে এবং করছে একটি কাজ—আনন্দদান। হৃদয়ে এই আনন্দদানের ভিত্তিতে এরা হ'য়ে উঠেছে সদৃশ। এখন বলতে পারি: **'অমৃতধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে'** এবং **'হরি' লয় আঁখির পলক মম' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম,** উপমেয় 'গীতগোবিন্দ' এবং উপমান 'মল্লী'। তুলনাবাচক শব্দ—'যেমন তেমনি'। এরই স্বাভাবিক পরিণতি দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার—

(iii) 'জয়দেব, তব **গীতগোবিন্দ**, না-ও যদি বুঝি মানে,
তবু অমৃতের ধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে।
না-ও যদি দেয় মধুর তাহার সৌরভ অনুপম,
মল্লিকা তবু হরি লয় দুটি আঁখির পলক মম॥' —শ. চ.

—(ii)-চিহ্নিত উদাহরণে 'যেমন-তেমনি' স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে 'মল্লী' উপমান, 'গীতগোবিন্দ' উপমেয়। এইটুকু জেনেই মন সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করতে। বর্ত্তমান উদাহরণে বাক্যদুটি স্বতন্ত্র হওয়ায় অলঙ্কার আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। মনে যে প্রশ্নটি প্রথমেই জাগে সে হ'ল এই: কবি বলছেন গীতগোবিন্দের কথা; হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক 'মল্লিকা'কে তিনি আনলেন কেন? তখন মল্লিকার কাজটির (function) দিকে নজর পড়ল—'হরি লয় দুটি আঁখির পলক মম'; সঙ্গে-সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরল গীতগোবিন্দের কাজের দিকে—সে 'অমৃতের ধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে'। সহজ কথায়, একটি কান জুড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যটি চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ একটি কানের ভিতর দিয়ে এবং অন্যটি চোখের ভিতর দিয়ে কবির মরমে প্রবেশ ক'রে আকুল করছে তাঁর প্রাণ—কবিকে দিচ্ছে আনন্দ। মন এইটুকু যখন আবিষ্কার করল, তখন তার বুঝতে বাকী রইল না যে গীতগোবিন্দ আর মল্লিকার কবিপ্রকাশিত কাজদুটি যতই বিভিন্ন হোক, **এক জায়গায় ওদের মিল রয়েছে—আনন্দদান** অর্থাৎ **এক আনন্দ কবির কাছে আসছে বিভিন্ন পথে ও রূপে; সুতরাং পথ ও রূপ-দুটির বিভিন্নতাসত্ত্বেও একটা দূরগত প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্য রয়েছে ওদের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে, 'অমৃতের ধারা……কানে' আর 'হরি লয়……পলক মম' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। এই দুটিকে সাধারণ ধর্ম্ম ব'লে বুঝতে পারার পরে উপলব্ধ হ'ল এই দুই কাজের (ধর্ম্মের) কর্ত্তা-দুটিও অর্থাৎ গীতগোবিন্দ আর মল্লিকাও**

পরস্পরের সদৃশ অর্থাৎ গীতগোবিন্দ উপমেয়, মল্লিকা উপমান। সুতরাং গীতগোবিন্দ আর মল্লিকাও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন—উপমেয়-উপমান। সংক্ষেপে, বাক্যদুটি বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন।

প্রতিবস্তূপমা আর দৃষ্টান্ত—পার্থক্য :

প্রথমে দেখিয়ে দিই এদের **মিল**টুকু—

(১) দুটিই দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার ;

(২) বাক্যদুটির মধ্যে যে উপমাত্মক সম্পর্ক আছে, তা স্পষ্ট নয়, বুঝে নিতে হয় অর্থাৎ বাচ্য নয়, প্রতীয়মান ;

(৩) সাদৃশ্য স্পষ্ট নয়, কারণ এদের মধ্যে তুলনাবাচক শব্দ থাকে না ; থাকলে বাক্য আর দুটি থাকে না ; একটি হ'য়ে যায় ;

(৪) সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ দুই বাক্যেই থাকে, তবে পৃথক্ ভাবে।

এইটুকুতে অলঙ্কারদুটির মিল।

পার্থক্য গুরুতর :

প্রতিবস্তূপমা—প্রকৃতের যে ধর্ম্ম, অপ্রকৃতেরও সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ **দুইয়েরই ধর্ম্ম এক।** প্রকৃতসূত্রে প্রকাশিত ধর্ম্মটিই অপ্রকৃতে ভিন্ন ভাষাভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। **ধর্ম্মের ঐক্যই** এখানে বড়ো কথা।

দৃষ্টান্ত—প্রকৃতের যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম অপ্রকৃতের **নয় ; ধর্ম্ম দুটি।** এ অবস্থায় **ধর্ম্মদুটির ঐক্য কল্পনার অতীত।** তবু এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে একটা দূর সাম্য বা সাদৃশ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে আবিষ্কার করা যায়। **প্রতিবস্তূপমায় ভিন্ন প্রকাশরূপে ধর্ম্মের ঐক্য ; দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্য।**

(i) 'ভোগবিনিময়ে দান কে কোথায় করিয়াছে এ জীবন ?
কাচ ল'য়ে কেহ বিক্রয় নাহি করে কভু কাঞ্চন।' —শ. চ.

এই কবিতাটির প্রথম স্বাধীন বাক্যে **'বিনিময়ে দান'** আর দ্বিতীয় স্বাধীন বাক্যে **'বিক্রয়'** ভাষারূপে ভিন্ন কিন্তু **অর্থে এক।** কবির কাজ এখানে 'জীবন'কে নিয়ে, 'কাঞ্চন'কে নিয়ে নয় ; সুতরাং 'জীবন' প্রকৃত, 'কাঞ্চন' অপ্রকৃত। তবু কাঞ্চনকে যখন এনেছেন তিনি, তখন জীবনের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে। যদি তিনি বলতেন—

'ভোগবিনিময়ে দান করে কে জীবন ?
কাচবিনিময়ে দান কে করে কাঞ্চন ?' —শ. চ.